করোনায় হজ নিবন্ধনের সময় ফের বাড়ল

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে চলতি বছর হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজ নিবন্ধন কার্যক্রমের সময়সীমা আরও একদফা বাড়িয়েছে সরকার।

নিবন্ধনের জন্য নতুন করে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

মঙ্গলবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এ নিয়ে তৃতীয় দফায় বাড়ানো হল হজ নিবন্ধনের সময়। এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে হজ গমনেচ্ছুদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় নিবন্ধনের সময় ৮ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বর্তমানে ওমরাহযাত্রী প্রেরণ ও সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ আছে। তবে পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০২০ সালে হজযাত্রী প্রেরণের লক্ষ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনাভাইরাসে ক্রমেই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৪। এরমধ্যে মারা গেছেন ১৭ জন। সুস্থ হয়েছেন ৩৩ জন।

সুত্র-যুগান্তর

রোমানিয়ার হাসপাতালে ১০ নবজাতক করোনায় আক্রান্ত

রোমানিয়ার একটি হাসপাতালের প্রসূতি ইউনিটে ১০ নবজাতক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে তাদের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

অ্যান্টেনা-৩ টেলিভিশনকে দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেলু তাতারু বলেন, এসব শিশুদের মায়েদের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েনি। কিন্তু বাচ্চাগুলোর দেহে করোনা পজেটিভ এসেছে। কাজেই আমাদের ধারনা চিকিৎসাকর্মীদের মাধ্যমেই এটা ছড়িয়েছে।

নবজাতকদের একজন ছাড়া বাকিদের কারও শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা না দিলেও মাসহ তাদেরকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে তাতারু বলেন, প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

স্থানীয় জনস্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রধানকে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। এক মা বলেন, গত দুদিন ধরে আমার মনে হয়েছে যে আমি যেন বিভীষিকাময় চলচ্চিত্র জগতে বসবাস করছি।

তিনি বলেন, চিকিৎসাকর্মীরা কোনো মাস্ক পরেন না। হাসপাতালে করোনাভাইরাস আছে বলে বুধবারই তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে জানান ওই নারী।

সুত্র-যুগান্তর

করোনায় ভয়াবহ অবস্থানে নিউইয়র্কের কুইন্স শহর

করোনা আতঙ্কে যখন সারা বিশ্ব এর ব্যাতিক্রম নয় নিউইয়র্কের কুইন্স শহর। প্রতি মূহুর্তে বিশ্বের আনাচে কানাচে হানা দিচ্ছে মহামারি করোনাভাইরাস। এরমধ্যে করোনার থাবা পড়েছে বিশ্বের

সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকাতেও। মিনিটে মিনিটে বাড়ছে মৃত্যুর তালিকা। করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে ক্ষমতাধর এ রাষ্ট্রটি।

জানা গেছে, আমেরিকার ৫০ অঙ্গরাজ্যের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্যে। ইতোমধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৭৫৮ জনের।

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি জানান, এখানে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা অনেক, কিন্ত সবাই নিরব, কাউকে বুঝতে দিচ্ছেনা। তাই সবাই বাসাতে খুব সাবধানে সাথে অবস্থান করছে। সার্বিক পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কে আগের তুলনাই মৃত্যুর সংখ্যা কমছে।

তিনি আরও জানান, এই মুহুর্তে রাত ১১:১০ নিউইয়র্কে আক্রান্ত ১,৩৩,৯৬৫ জন। মারা গেছেন ৪,৮৮৯ জন। আমেরিকায় গতকাল পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা ৩,৭৭,৬০৫ জন। মারা যাওয়ার সংখ্যা ১১,৭৮৪ জন। নিউইয়র্ক শহরে এ যাবত বাংলাদেশি মৃতের সংখ্যা ৮২ জন এ দাঁড়ালো। তুলনামূলক হারে বেশী।

এলমহার্স্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কোভিড-১৯ রোগীর জায়গা নেই। একটু পর পর কোড ৯৯ ঘণ্টাধ্বনি বাজানো হয় অন্তিম মুহূর্তে রোগীকে শেষ দাওয়াই দিতে চিকিৎসক ও নার্সদের ডাকার উদ্দেশ্যে। বিশৃঙ্খলা বিহীন হাসপাতালে কারো কোন অভিযোগ নেই।

সিএনএন, সিবিএস, ফক্স ইত্যাদির সাংবাদিকরা এই ভয়াবহ সময়ে হাসপাতালের কর্মীরা কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তার অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে সিএনএন প্রতিনিধিরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যান।

হাসপাতালের ডা. সিএনএনকে বলেন, ‘তারা এতই অসুস্থ যে, চোখের পলকেই তারা মারা যেতে পারে। তারা হয়তো কথা বলছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই তাদের কণ্ঠনালি দিয়ে টিউবব ঢোকাত ঢোকাতে এই প্রার্থনা করতে হবে যে, এই ভেন্টিলেটর যেন তাদের সাহায্য করতে পারে।’

এই একই পরিস্থিতি এখন বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের সব হাসপাতালে। হাসপাতাল গুলোয় রোগীদের বাইরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের বাইরে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে।

বর্তমানে এলমহার্স্ট হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ছাড়া আর কোনো রোগী নেই। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর নির্দেশে যে তিনটি হাসপাতাল শুধু করোনাভাইরাসের রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছে, এটি তার একটি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের আগে হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে এখনকার চেয়ে বেশি রোগী এলেও এতটা আতঙ্ক তৈরি করেনি।

কারণ, এখন হাসপাতালটিতে আসা সব রোগীই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। উপরন্তু জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের অবস্থা গুরুতর এবং এদের মধ্যে মৃত্যুহার অনেক বেশি। হাসপাতালটিতে ভর্তি হওয়া কোভিড-১৯ রোগীদের ২৫ শতাংশই মারা গেছে। এত উচ্চ হার দেখে অন্য সময় হলে হাসপাতালের সেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যেত। কিন্তু এখন এ প্রশ্ন উঠছে না।

এ বিষয়ে ড. লরেঞ্জো প্যালাডিনো সিএনএনকে বলেন, ‘হাসপাতাল নয়, রোগের প্রকৃতির কারণেই এমন ঘটছে। অন্য কোনো রোগ নেই। অন্য কোনো ভাইরাস নেই। একের পর এক রোগী আসছেন শ্বাসকষ্ট নিয়ে। বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই।’

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেখা গেল একজন স্বাস্থ্যকর্মী মাত্রই মারা যাওয়া একজনকে এনে রেখেছেন। পলিথিনে মোড়া সেই মরদেহের কোনো অস্তিত্ব ৩০ মিনিট পর আর দেখা গেল না। তখন সেখানে কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করছেন। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে দেখা গেল, আরেকজন রোগী মুখে মাস্ক পরে বসে আছেন। ভীষণ কাশছেন। একপর্যায়ে তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হলো।

হাসপাতালটিতে ভর্তি হওয়া প্রায় ৪০০ কোভিড-১৯ রোগীর মধ্যে ৯০ শতাংশেরই বয়স ৪৫ বছরের বেশি। ৬০ শতাংশের বেশি রোগীর বয়স ৬৫ বছরের বেশি। সবচেয়ে কম বয়সী রোগীটির বয়স ৩ বছর। ২০ বছরের আশপাশে বয়স এমন তরুণের সংখ্যাও কম নয়। এখন পর্যন্ত হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯৪ জন রোগী মারা গেছেন।

এলমহার্স্ট হাসপাতালের দৃশ্য বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারেই আলাদা। বাইরের পৃথিবীতে যখন চলছে, ঘরে থাকার নিয়মের কড়াকড়ি, তখন এখানে কিছু হই-হল্লার দেখা মিললেও, তার সবই হৃদয় ছিঁড়ে দেওয়া। এখানে প্রাণ কাতর ধ্বনিই একমাত্র কোলাহল। আর বাকি সব কোলাহল ঘরের চার দেয়ালে আটক। এই কোলাহল ও নিস্তব্ধতা যেন যুদ্ধ সময়ের আবহ তৈরি

করে রেখেছে।

হাসপাতালের ডা. রা বলেন, ‘এই যে জরুরি বিভাগ। এখানে এখন যে ধরনের কাজ চলছে, তা কোনো বিধ্বস্ত নগরী বা ভয়াবহ দুর্যোগের সময়ে চলার কথা।’

আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও স্ত্রীর করেনা নেগেটিভ!

করোনাভাইরাস পজেটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরেও তার স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেছেন তিনি।

এরপরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।
বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে গত রোববার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। এটা মিরাকল বলা চলে। কারণ ওই নারী এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর পাশে থেকে সেবা করেছেন।

আর হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়ে জামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজেটিভ হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনার সংক্রমণ শুরু হলে গত ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি।

ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়। সূত্র- জাগো নিউজ ২৪. কম
দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় একটি রিকশাভ্যানে তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বগুড়ায় তিনিই একমাত্র করোনা পজেটিভ রোগী। ওই রোগীর শরীরে করোনা পজেটিভ আসার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে সংস্পর্শে আসা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধানসহ ৫ চিকিৎসক ও ৮ নার্স এবং অন্যান্য মিলে মোট ১৬ জনকে গত শুক্রবার থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে ওই রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে সংস্পর্শে আসা স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বগুড়া পর্যন্ত বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সেই ট্রাকের এখনও কোনো হদিস মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন ট্রাকের সন্ধান করার পাশাপাশি ওই ভ্যানচালককেও খুঁজছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির বলেন, হাসপাতালের সিসিটিভি দেখে ভ্যানচালককে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার হদিস মিলছে না। আবার যে ট্রাকে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে এসেছেন, তাকেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

করোনা রোগী সন্দেহে বৃদ্ধকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ভয়ানক নির্যাতন!

মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটেছে পশ্চিবঙ্গের মানিকতলার ১৫ নম্বর বস্তিতে।

মারধরের শিকার ওই বৃদ্ধের নাম নারায়ণ চৌরাসিয়া।

আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধের লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তাকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পাড়ারই লোকজন। সোমবার সকালেই বৃদ্ধকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পরিবারের লোকজন চলে যেতেই বেরিয়ে পড়েন বৃদ্ধ। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান ১৫ নম্বর বস্তিতে।

ঠিক তখনই ঘটে বিপত্তি। পাড়াজুড়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। সবাই তাকে দেখে ‘করোনা রোগী! করোনা রোগী!’ বলে চিৎকার করতে থাকে। কেউ লাঠি হাতে তেড়ে যায় তাকে মারতে। কেউ আবার বাড়িতে ঢুকে পড়া আটকাতে তিনি কাছাকাছি যেতেই বন্ধ করে দেয় দরজা-জানালা!

এ সময় বৃদ্ধের দুহাতেই স্যালাইনের চ্যানেল, মাথায় সার্জিক্যাল ক্যাপ ও মুখে মাস্ক দেখে তাকে করোনা রোগী ভেবে বেঁধে ফেলা হয় গাছের সঙ্গে। এর পর চলে অমানসিক নির্যাতন।

পরে এলাকার এক ব্যক্তি চিনতে পারেন ওই বৃদ্ধকে। বৃদ্ধের পাড়ার লোক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মানিকতলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার দাবি, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে অবশ্যই দেখছি।’

সুত্র-যুগান্তর

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্র, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯৭০ জনের প্রাণহানি

মহামারী করোনাভাইরাসে বিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে অবহেলা করায় এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি।

দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান জানানো আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ১ হাজার ৯৭০ জন, যা এখন পর্যন্ত একদিনে বিশ্বের কোনো দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

এ নিয়ে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জন। এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই মারা গেছে ৫ হাজার ৪৮৯ জন।

এদিকে আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৩৩৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৩১ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২১ হাজার ৬৭৪ জন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৮২০ জন আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৬৫১ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ৯ হাজার ১৬৯ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৩১ জনসহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫ হাজার ৪৮৯ জন। এবং গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৪৬৮ জনসহ আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৪ জন। এ ছাড়া নগরীতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথমবারের মতো ১৮ বছর বয়সের নিচে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরে অন্য আরও রোগ ছিল।

দেশটির শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে। এর পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই কথা বলেছেন। এদিকে চীন থেকে জরুরি মেডিকেল সরঞ্জাম পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব তিন মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৭ হাজার ৩৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা এ যাবৎ বিশ্বজুড়ে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ২৫ জন।

এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ হাজার ৫৫৪ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৪ লাখ ৩০ হাজার ৫৯০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ৯৪০ জন।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৩৩৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৮৪১ জনের। ইতালিতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ জন আক্রান্ত, বিপরীতে মারা গেছে ১৭ হাজার ১২৭ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এ ছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৪১ হাজার ৯৪২ জন আক্রান্ত, আর ১৪ হাজার ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৬৩ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৮০২, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৩ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৯ হাজার ৬৯, মারা গেছে ১০ হাজার ৩২৮ জন। ইরানে আক্রান্ত ৬২ হাজার ৫৮৯, মারা গেছে ৩ হাজার ৮৭২ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৫৫ হাজার ২৪২, মারা গেছে ৬ হাজার ১৫৯ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ২২ হাজার ১৯৪, মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩৫ জনের। নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ১৯ হাজার ৫৮০, মারা গেছে ২ হাজার ১০১ জন।

এ ছাড়া ভারতে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৩১১ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর প্রাণ গেছে ১৫০ জনের। পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৫৭ জন মারা গেছে। বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১৬৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রাণ গেছে ১৭ জনের।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলাব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জনবহুল স্থানে চলাফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এবং খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

সুত্র-যুগান্তর

দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের বহনে প্রস্তুত বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসরন করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ‘In Aid to Civil Power’ এর আওতায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জরুরী বিমান পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভাকোয়েশন (MEDEVAC) সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি এর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর একটি এডব্লিউ-১৩৯ মডেলের হেলিকপ্টারের অর্গানিক স্ট্রেচারকে বিশেষভাবে রুপান্তর করে করোনা রোগীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্ট্রেচারটিতে একটি কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যা প্লাষ্টিক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকবে। এই আচ্ছাদনের ভিতরে অক্সিজেন মাস্ক এর মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা থাকবে। এই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাটি এমনভাবে সম্পাদন করা হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে এবং একই সাথে স্থানান্তর কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ হতে সুরক্ষিত থাকে। এই নীতির অনুসরনে বিমান বাহিনী একটি অনুশীলন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সূত্র- বিমান বাহিনী ফেসবুক পেজ

এরই ধারাবাহিকতায়, বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানগুলোতে এধরনের সুবিধা সংযোজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সড়কপথে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবহনের জন্যও এরূপ বিশেষায়িত স্ট্রেচার (Cubicle Stretcher) ব্যবহার করা যেতে পারে। উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার চেতনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত।

আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও স্ত্রীর করোনা নেগেটিভ!

করোনাভাইরাস পজেটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরেও তার স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেছেন তিনি।

এরপরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে

গত রোববার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। এটা মিরাকল বলা চলে। কারণ ওই নারী এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর পাশে থেকে সেবা করেছেন।

আর হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়ে জামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজেটিভ হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনার সংক্রমণ শুরু হলে গত ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়। সূত্র- জাগো নিউজ ২৪. কম

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় একটি রিকশাভ্যানে তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বগুড়ায় তিনিই একমাত্র করোনা পজেটিভ রোগী। ওই রোগীর শরীরে করোনা পজেটিভ আসার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে সংস্পর্শে আসা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধানসহ ৫ চিকিৎসক ও ৮ নার্স এবং অন্যান্য মিলে মোট ১৬ জনকে গত শুক্রবার থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে ওই রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে সংস্পর্শে আসা স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বগুড়া পর্যন্ত বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সেই ট্রাকের এখনও কোনো হদিস মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন ট্রাকের সন্ধান করার পাশাপাশি ওই ভ্যানচালককেও

খুঁজছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির বলেন, হাসপাতালের সিসিটিভি দেখে ভ্যানচালককে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার হদিস মিলছে না। আবার যে ট্রাকে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে এসেছেন, তাকেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

মেহেরপুরে মেসডা’র উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন মেসডা’র এর উদ্যোগে সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের সকল রাস্তা,দোকান, মসজিদ জীবানুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

সেই সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানগুলোতে রং দিয়ে গোলক চিহ্ন করে দেয়।

মঙ্গলাবার দিনব্যাপী মেসডার’র সদস্যরা এই কাজ গুলো করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেসডার সদস্য জীম হোসেন, রমিজুল ইসলাম, রুহান আলী।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী

সমিতির প্রেস রিলিজ

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে প্রেস রিলিজ দিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধায় বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন সাক্ষরীত একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

প্রেস রিলিজে আমিনুল ইসলাম খোকন বলেন, আপনারা জানেন বিশ্বাব্যাপী আতঙ্কের নাম কোভিড-১৯ যা করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। আজ প্রতিটি মানুষ মৃত্যু যন্ত্রনা নিয়ে সময় পার করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে ৩১ টি নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরাও মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতি গত ২৫ মার্চ তারিখ থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছি যা এখনো চলমান।

এজন্য আমি সকল ব্যবসায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি লক্ষ্য করছি লক ডাউন থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র লোক সমাগম হচ্ছে যা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে।

সেই প্রেক্ষিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সেই সাথে করোনা মোকাবেলায় করনীয় দিকগুলো পালন করার জন্য মুদি ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা নির্দিষ্ট দুরুত্ব বজায় রেখে দ্রবাদি ক্রয় করার জন্য অনুরোধ করছি।

মেপ্র/এমএফআর